দৈনিক
ইত্তেফাক

21 JAN 2017

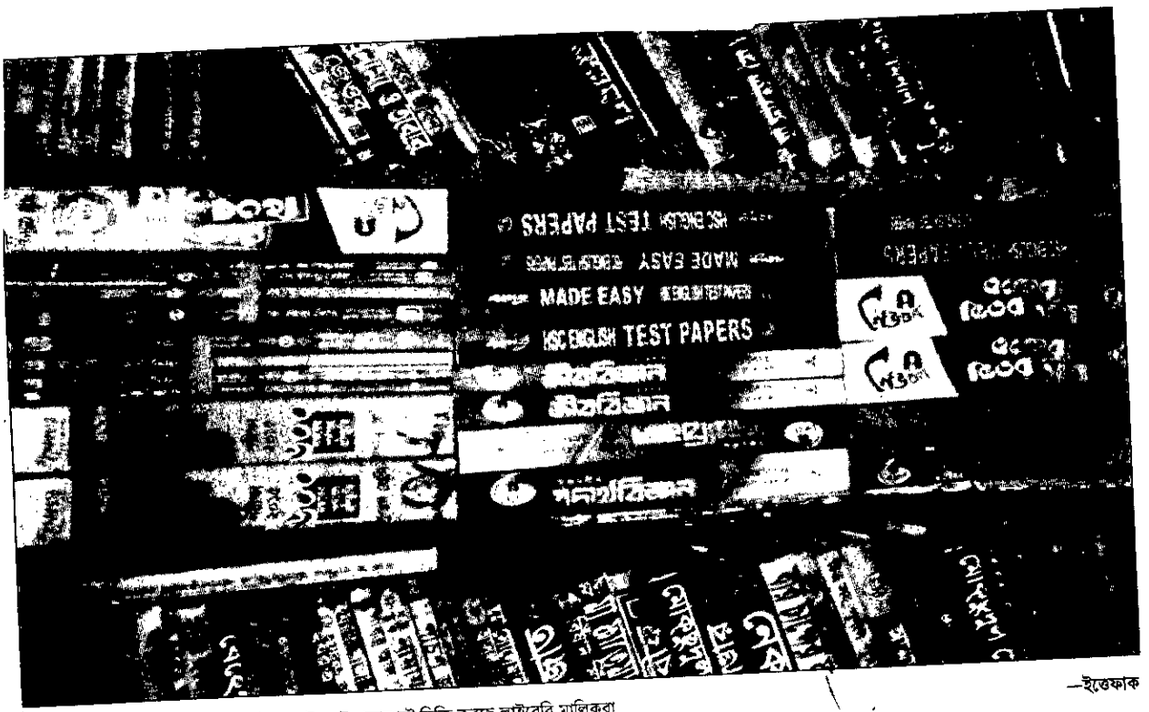

—ইত্তেফাক

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ): নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বই প্রকাশ্যেই বিক্রি করছে লাইব্রেরি মালিকরা

গফরগাঁওয়ে অবাধে বিক্রি হচ্ছে নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বই

■ আতাউর রহমান মিন্টু, গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

জেলায় গফরগাঁও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সরকারের নিষিদ্ধ ঘোষিত প্রাথমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের নোট ও গাইড অবাধে বিক্রি হচ্ছে। বছরের শুরুতে এসব বই কিনতে দোকানগুলোতে ভিড় করছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সরকার শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য যুক্ত করেছে সৃজনশীল পদ্ধতি। একই সঙ্গে সরকার ও দেশের সর্বোচ্চ আদালত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নোট ও গাইড বই বিপণন, প্রদর্শন, প্রস্তুতকরণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে এ উপজেলার এক শ্রেণির লাইব্রেরি মালিকরা ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট ও গাইড বইয়ের মজুদ গড়ে তুলেছেন। প্রকাশ্যেই বিক্রি করছেন চড়াদামে। এছাড়া লাইব্রেরি মালিক ও প্রকাশনীর প্রতিনিধিরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোচিং সেন্টারের প্রধান শিক্ষক, পরিচালক ও শ্রেণি শিক্ষকদের লোভনীয় কমিশন ও ডোনেশন দিয়ে ম্যানেজ করেছে। কোচিং ও স্কুল শিক্ষকদের চাপে পড়ে দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির কোমলমতি শিক্ষার্থীরা চড়াদাম দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত গাইড ও নোট বই কিনতে বাধ্য হচ্ছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, অষ্টম শ্রেণির একটি গাইড বই বিক্রি হচ্ছে ৮১০ টাকা থেকে ৯৫০ টাকায়। চতুর্থ শ্রেণির একটি গাইড বইয়ের মূল্য কমপক্ষে ৪৫০ টাকা। পৌর শহরের কলেজ রোড এলাকার বাসিন্দা মো. মহিউদ্দিন বলেন, সরকার বিনামূল্যে বই দিলেও ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া আমার মেয়ের জন্য স্কুল শিক্ষকদের চাপে ৬১০ টাকায় একটি গাইড বই কিনেছি। কোচিং সেন্টারের শিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী অন্য প্রকাশনীর আরো একটি গাইড বই কিনতে হবে। পশু হাসপাতাল রোডের বাসিন্দা অভিভাবক ফাতেমা আক্তার জানান, শহরের মিতালী, ইসলামিয়া, মনি লাইব্রেরি, ফরিদ বুক ডিপো, সোহাগ ও সবুজ লাইব্রেরির মালিকরা কোচিং সেন্টার ও স্কুলের শিক্ষকদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকাশনীর বুক লিস্ট ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা লিস্টে উল্লেখিত প্রকাশনীর নোট ও গাইড বই নির্দিষ্ট লাইব্রেরি থেকে চড়া দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছে।

পৌর শহরের কলেজ রোডের মনি লাইব্রেরির মালিক মনির বলেন, নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বইগুলো আমরা ছাপি না। রাজধানী ঢাকাসহ সব জায়গায় খোলামেলাভাবে এইগুলো বিক্রি হয়, আমরাও বিক্রি করে থাকি। ফরিদ বুক ডিপোর মালিক ফরিদ আহম্মেদ জানান, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো এবার বেশি দাম ধরেছে। তাই তাদেরকেও এসব গাইড বই বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।

এদিকে নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট ও গাইড বই বিক্রি বন্ধে মোবাইল কোর্টসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনা থাকলেও এখন পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিদ্ধার্থ শংকর কুণ্ডু বলেন, নিষিদ্ধ বই বিক্রি বন্ধ করতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।